আখের চাষ - একটি আলোচনা

ডঃ সুব্রত কুমার ঘোষাল, ডঃ বিকাশ রঞ্জন রায়, ডঃ কেয়া ব্যানার্জী এবং সুদীপ দে
ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র, বেথুয়াডহরী, নদীয়া

আমাদের রাজ্যে আখ একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। এ রাজ্যে প্রায় ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়। উৎপাদন ১৪০৫ হাজার টন। গড় ফলন ৭৯ টন/হে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম, উত্তর দিনাজপুর, উত্তর চব্বিশপরগনা ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বেশী আখ চাষ হয়। এ রাজ্যে আখের দুই ধরনের জাত চাষ হয় - স্বল্প মেয়াদী (১০ মাসে পাকে) ও মাঝারী মেয়াদী (১২ মাসে পাকে)।

আখের স্বল্প মেয়াদী জাতগুলি হল

ক্রমিক নং	জাত	কোন সালে বেরিয়েছে	ফলন (টন/হে)	চিনির পরিমান (%)	সি সি এস (টন/হে)
১.	কো জে ৬৪	১৯৭১	৬৫	১৯.০	৮.৮০
২.	কো ৭২১৮	১৯৮১	৯৮	১৭.৫	১১.৭৫
৩.	গণ্ডক	২০০১	৭৯	১৮.০	৮.৬০
৪.	রসভরি	২০০১	৬০	১৭.০	৮.২৯
৫.	মোতি	২০০০	৮০	১৮.০	৯.৫৮
৬.	রশ্মি	২০০৭	৬৪	১৭.৯	৮.০৪
৭.	বীরেন্দ্র	২০০৮	৭৬	১৮.০	৯.২৮
৮.	কোমল	২০০৯	৬৭	১৬.৫	৭.৮৩

মাঝারী মেয়াদী জাতগুলি হল

ক্রমিক নং	জাত	কোন সালে বেরিয়েছে	ফলন (টন/হে)	চিনির পরিমান (%)	সি সি এস (টন/হে)
১.	বি ও ৯১	১৯৮২	৮৫.০	১৭.৫০	৮.২৩
২.	মাধুরী	২০০৪	৮২.০	১৭.০৮	৮.১৪
৩.	রাজভোগ	২০০১	৯৫.০	১৬.০০	৭.২০
৪.	জলপরী	২০০৪	৬৭.১	১৭.৭০	৮.২৯
৫.	প্রমোদ	২০০১	৮৫.০	১৭.০০	৭.২৯
৬.	কোশী	২০০৯	৬৭.৮	১৭.৫৪	৮.২৫

জমি নির্বাচন : -সচ ও জল নিকাশি ব্যবস্থা আ-ছ এমন উঁচু ও মাঝারী জমি-তই আখ চাষ ভা-লা হয়। ত-ব -যক-না জমি-তই আখ চাষ করা -য-ত পা-র। ত-ব জমির অম্লতা ৬.০ -থ-ক ৬.৫ ম-ধ্য হ-ল ভা-লা হয়।

আ-খর জমি তৈরি : আখ বসা-নার জন্য কমপ-ক্ষ ৩ - ৪ বার গভীর ক-র চাষ দি-য় মাটি ঝুরঝ-র ক-র মই দি-য় সমান ক-র নি-ত হ-ব। ৯০ -সমি (৩ ফুট) দু-র দু-র ৩০ -সমি (১ ফুট) চওড়া এবং ২২ -সমি (৯ ইন্চি) গভীর নালা করতে হবে। সম্ভব হলে উত্তর - দক্ষিন দিকে নালা কাটতে হবে। তার মধ্যে তিন গাঁটযুক্ত আ-খর টুক-রা লাগা-ল আখগাছ ভাল হয়।

বীজের মাত্রা ও আখ বসানো : এক বিঘা জমি-ত ৭-৮ কুইন্টাল বীজ আখ লাগে। নালার মধ্যে তিন গাঁটযুক্ত আ-খর টুক-রা লাগা-ল আখগাছ ভাল হয়। প্রতি মিটার নালা-ত ১২ টি গাঁট থাকা চাই। নালার ম-ধ্য ৭ - ৮ -সমি (৩ ইন্চি) মাটি কুপি-য় আলাগা ক-র দি-ত হ-ব।

বীজ আখ নির্বাচন : 'ভালো বীজ ভালো ফলন' উন্নত মানের অধিক ফলনশীল জাতের সতেজ চোখযুক্ত রোগ পোকা মুক্ত ৮ - ১০ মাসের গাছ থেকে বীজ আখ নির্বাচন করতে হয়। রোগপোকা আক্রান্ত, ফুল এসে যাওয়া, মুড়ি আখ এবং আ-খ লাল দাগ -দখা -গ-ল সেগুলি বীজ আখ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

বীজ আখ -শাধন : ০.২% চুন জলে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা বীজ আখ তিন গাঁটযুক্ত আখের টুকরো করে শোধন করার জন্য ৪০ লিটার জলে ১০০ গ্রাম এমিসান জাতীয় ওষুধ গুলে তাতে ২০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে ছায়ায় শুকি-য় নি-ত হ-ব। অন্যথায় কার্বেন্ডাজিম ৫০% (-যমন ব্যাভিস্টিন) প্রতি লিটার জ-ল ২ গ্রাম ব্যবহার করা যায়। বীজ শোধন অবশ্যই মাটির পাত্রে করতে হবে।

আখ লাগা-নার সময় : বছরে দুবার আখ লাগানো যায় (১) হেমন্ত কালে (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ন) ও (২) বসন্ত কা-ল (ফাল্গুন-চৈত্র)। হেমন্ত কালে লাগালে বেশি ফলন হয় সঙ্গে সাথী ফসলও করা যায়।

সারের মাত্রা : বিঘাপ্রতি ১ টন -গাবর সার বা ১/২ টন -গাবর সা-রর সা-থ ৫০ -কজি নিম-খাল ব্যবহার কর-ত হ-ব। সুপারিশ মত জৈবসার-এর অর্ধক -শষ চা-ষর আ-গ ছড়ি-য় দি-ত হ-ব। তারপর বাকী অর্ধক জৈব সার, নিম -খা-লর পু-রাটাই এবং বিঘাপ্রতি ৯ -কজি নাই-ট্রা-জন, ১৩ -কজি ফস-ফট ও ১৩ -কজি পটাস (মুলসার) নালাতে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে যাতে করে বীজ আখের টুকরো নালাতে বসালে সরাসরি রাসায়নিক সা-রর সংস্প-র্শ না আ-স। লাগা-নার ৪৫ দিন ও ৯০ দিন প-র ৯ -কজি হা-র নাই-ট্রা-জন চাপান দি-ত হ-ব।

অনুখা-দ্যর প্র-য়াগ : মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রয়োজনে অনুখাদ্য সার প্র-য়াগ কর-ত হ-ব যা ফলন বৃদ্ধি-ত ও গুড়ের মান ভালো করতে সহায্য করবে। যেমন - সালফা-রর অভা-ব সাধারনতঃ আ-খর পাব তথা গাছ -ছা-টা আকারের হয়। বোরোনের অভাবে আখের কান্ডের মাঝ বরাবর ফাঁপা হয়ে যায়। জিঙ্কের অভাবে গাছ বেরোবার ৩০-৪০ দিন পর কচিপাতা হল-দ ফ্যাকা-শ হ-য় যায় এবং ডগা -থ-ক বাদামী দাগ নী-চর দি-ক না-ম। ক্যালসিয়ামের আভাবে রসের গুনগত মান খারাপ হয়।

আগাছা দমন : প্রাথমিক অবস্থায় আ-খর বৃদ্ধি কম থাকায় এবং দীর্ঘ দি-নর ফসল হওয়ায় নানাধর-নর আগাছার পার্দুভাব -দখা যায়। দু সারির ম-ধ্য ফাঁকা জায়গা -বশী থাকার জন্য আগাছার বৃদ্ধি -বশী হয়। শ্যামা, উলু, মুথা, শিয়ালকাঁটা, বাথুয়া, দুধিয়া, বু-না-জায়ার প্রভৃতি আগাছা জন্মায়। আখ বসা-নার পর ২/৩ বার (বসা-নার ৩০

দিন - ৬০ দিন - ৯০ দিন পরপর) নিড়ানি দেওয়া প্রয়োজন। আগাছানাশক - এট্রাজিন ৩০০ গ্রাম প্রতি বিঘা ১২৫ লিটার জলে গুলে বসানোর ২ - ৩ দিনের মাথায় স্প্রে করতে হবে।

সেচ : আখ চাষে ১৪০০-১৬০০ মিমি জল লাগে। লাগানোর সাথে সাথে জল দেওয়া আবশ্যিক। তারপর বর্ষার আগে ও পরে প্রয়োজনমত ১৫ দিন অন্তর সেচ লাগে। কাটার ১ মাস আগে সেচ বন্ধ করতে হবে।

আখ বাঁধা : আখ গাছ শুয়ে পড়লে আখের উৎপাদন ও কান্ডে চিনির পরিমান কমে যায়। তাই পড়ে যাবার আগেই শুকনো পাতা ছাড়িয়ে দিয়ে আখ বেঁধে দিতে হয়।

আখের বিভিন্ন পোকা ও তার আক্রমনের সময়

আক্রমনের সময়	পোকার নাম
চৈত্র, বৈশাখ, জৈষ্ঠ	জলদী মাজরা, উই পোকা
আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক	গোড়া ছিদ্রকারী পোকা, পলাশী মাজরা পোকা, ডগা ছিদ্রকারী পোকা।
আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র	কান্ডছিদ্রকারী পোকা।
ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রায়ন,	শোষক পোকা (পাইরিলা), আঁশ পোকা, দঁয়ে পোকা

।) জলদী মাজরা পোকা - গাঢ় বাদামী বর্ণের মাথা যুক্ত ময়লা সাদা বর্ণের শুককীট পত্রমূল কেটে ভেতরে নরম অংশ খেয়ে নালা তৈরী করে। ডগার পাতাটি শুকিয়ে যায়। টান দিলে সহজে উঠে আসে, শুকলে পচা অ্যালকোহলের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়।
রাসায়নিক দমন পদ্ধতি : ক) অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমান ১৫ -২৫ % হলেই দানাদার বিষ কার্বফিউরান ৩জি বিঘা প্রতি ৪ কে. জি. হারে দু-বার ৪৫ দিন ও ৯০ দিন পর প্রয়োগ করা উচিত।
খ) সাথীফসল হিসাবে *‘ধনের’* চাষ করা উচিত।

২) গোড়া ছিদ্রকারী মাজরা পোকা : গ্রীস্মকালে মাটির নিচে ডাঁটায় বা বীচনে এবং মাটি ও ডাঁটার সংযোগস্থলে ছিদ্র করে এবং বর্ষাকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ডাঁটায় আক্রমনে ডগার দিকে একটা বা দুটো পাতা শুকিয়ে যায়। শুকনো পাতাটি সহজেই উঠে আসে না বা পচা অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া যায় না।
রাসায়নিক দমন পদ্ধতি : ক) বীচন লাগানোর পর ক্লোরপাইরিফস্ ২০ % ই. সি. প্রতি লিটার জলে ২.৫ মিলি.লি.হারে স্প্রে করা উচিত।
খ) দানাদার বিষ কার্বফিউরান ৩জি বিঘা প্রতি ৪ কে. জি. হারে দু-বার ৪৫ দিন ও ৯০ দিন পর প্রয়োগ করা উচিত।

৩) কালো শোষক-পোকা :বাদামী - কালো বর্ণের পূর্ণাঙ্গ ও গোলাপী বর্ণের ছোটো পোকা ডগার দিকে নরম পাতা থেকে রস চুষে খায় । আক্রান্তগাছ ধীরে ধীরে বিবর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ।
রাসায়নিক দমন পদ্ধতি : রোগর্ ৫০ % ই.সি. ২৫০ মিলি. লি. বা এন্ডোসালফান্ ৩৫ % ই.সি. ৫০০ মিলি.লি. হেক্টর প্রতি ৬৫০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করা উচিত।

৪) আঁশ পোকা ও দয়ে পোকা :
পোকা কান্ড ও গাঁট থেকে রস চুষে খায় । গাছের ফলন ও রসে গুনগতমান হ্রাস পায় ।

রাসায়নিক পদ্ধতি :৩-৪ বার মনোক্রটোফস্ ৩৬ % ই.সি. হেক্টর প্রতি ৫০০ মিলি.লি. বা এন্ডোসালফান্ ৩৫ % ই.সি. হেক্টর প্রতি ৮৬৫ মিলি.লি. হারে ১০-১২ দিন অন্তর -স্প্র করা উচিত ।

মাটি-ত বসবাসকারি -পাকাসমূ-হর ম-ধ্য ***উই-পাকা বা সাদাপিঁপ-ড়*** *এবং* ***সাদাগ্রা-বর*** আক্রমনে আখের ক্ষতি হয় ।
রাসায়নিক পদ্ধতি :ক) যে কোন গুঁড়ো জাতীয় বিষ (ক্লোরপাইরিফস্ ১.৫% গুড়োঁ) ১ কে.জি. প্রতি এক ঠেলা গাড়ী -গাবর সা-রর সা-থ মিশি-য় প্র-য়াগ করা উচিত।
খ) বীচন লাগা-নার পর নালার ম-ধ্য স্পর্শজনিত বিষ -ক্লারপাইরিফস্ ১.৫ % গুড়োঁ হেক্টর প্রতি ১৫ কে.জি. হা-র ছিটি-য় -দওয়া উচিত।

৫) ডগাছিদ্রকারী মাজরা -পাকা : হলুদ ব-র্ণর শুককীট মধ্যশিরার মধ্য নরম অংশ -খ-ত -খ-ত বর্ধনশীল অং-শ -পৌঁছায় এবং -ক-ট ও -খ-য় ক্ষতি ক-র। পাতাটি শুকি-য় -পঁচা-না চাবু-কর ন্যায় হয়। পাতাটি-ক টান দি-ল সহ-জ উ-ঠ আসে না। আক্রান্তগাছের ডগার বৃদ্ধি ব্যহত হয়, নিচের ‘চোখ’ সক্রিয় হয় ও পার্শ্ব শাখাযুক্ত লক্ষনটিকে ‘শাখান্বিত ডগা’ বা ‘গুচ্ছমাথা’ বা ‘মাথাভারি’ লক্ষন বলা হয়।
রাসায়নিক পদ্ধতি : ক) জু-নর -শ-ষ বা জুলাই-এর প্রথমদিকে সাতদিন অন্তর দু’বার মনোক্রটোফস্ ৩৬ % ই. সি. প্রতি লিটার জ-ল ১.৫ মিলি.লি. হা-র বা এ-ন্ডাসালফান্ ৩৫ % ই. সি. প্রতি লিটার জ-ল ২.০ মিলি. লি. হা-র -স্প্র করা উচিত।
খ) মাটি-ত দানাদার বিয কার্বফিউরান ৩জি. বিঘা প্রতি ৪ -ক.জি. হা-র দু’বার - ৪৫ দিন ও ৯০ দিন পর প্র-য়াগ করা উচিত।

৬) পলাশী মাজরা -পাকা : পলাশী মাজরার আক্রমনে উপরের অংশ শুকিয়ে যায়, সহজেই ভেঙ্গে যায় ও কা-ন্ডর গা-য় অসংখ্য ছিদ্র -দখ-ত পাওয়া যায়।

৭) শক্তকান্ডছিদ্রকারী পোকা : কা-ন্ড ছিদ্র ক-র -ভত-র -ঢা-ক এবং উপর - নিচ নরম অংশ -খ-য় নালা তৈরী ক-র।

৮) অর্ন্তবর্ত্তীকান্ডছিদ্রকারী পোকা : শুককীট দু’টো গাঁটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছিদ্র করে ,ভেতরে নরম অংশ খেয়ে ধ্বংস ক-র । ছি-দ্রর কা-ছ বর্জ্যপদার্থ -দখ-ত পাওয়া যায় ।
রাসায়নিক পদ্ধতি :
ক) দানাদার বিষ কার্বফিউরান ৩ জি. বিঘা প্রতি ৪ -ক. জি. দু’বার ৪৫ দিন ও ৯০ দিন পর প্র-য়াগ করা উচিত ।
খ) অর্ন্তবাহীস্পর্শজনিত বিষ মনোক্রটোফস্ ৩৬ % ই.সি. প্রতি লিটার জলে ১.৫ মিলি.লি. হারে ৭ দিন অন্তর -স্প্র করা উচিত ।

৯) আ-খর -চাযী-পাকা : পাতায় রস চু-য -খ-য় বিবর্ণ ও দুর্বল ক-র -দয়। এর পর পাতার উপর *মধুর মত* এক পদার্থ ত্যাগ ক-র। এই মধু’-র আর্কষণে পাতার উপর কালোবর্ণের ছত্রাক বা *‘সুটি-মান্ড’* জন্মায়, যা শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিতে বাধা তৈরী করে । সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয় ।
রাসায়নিক পদ্ধতি :এ-ন্ডাসালফান্ ৩৫ % ই.সি. প্রতি লিটার জ-ল ৩.০ মিলি.লি. হা-র বা ডাইমি-থা-য়ট্ ৩০ % ই.সি. প্রতি লিটার জ-ল ২.০ মিলি.লি. হা-র -স্প্র করা উচিত ।

এছাড়া সাদামাছি ,জাবপোকা , ফড়িং ও পাতা কেটে খাওয়া , মাকড় , কৃমি ও ইদুরের আক্রমনে আখের ক্ষতি হয় ।

সুসংহত উপায়ে পোকা দমন পদ্ধতি :

১. যেখানে যে পোকার আক্রমন বেশী সেখানে সেই পোকা সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে।

২. সঠিক শস্যপর্যায় অবলম্বন করতে হবে।

৩. মুড়ি আখ চাষের জন্য আখ কাটার পর জমিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৪. সঠিক ভাবে বীজ শোধন করতে হবে।

৫. আলোক ফাঁদ, ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

৬. নিয়মিত মাঠে যেতে হবে এবং পোকার ডিম দেখা গেলে পাতা সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৭. প্রয়োজন মতো রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে। বর্ষার আগে ১ মাস অন্তর ২ বার ফুরাডন ৩জি বিঘাপ্রতি ৪ কেজি হারে প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে। উঁই ও জলদি মাজরা দমনে ক্লোরপাইরিফস ৪ মিলি/লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। পাইরিলা, আঁশপোকা বা দঁয়েপোকা লাগলে এন্ডোসালফান ৩৫% বা ম্যালাথিয়ন ৫০% প্রতি লিটার জলে ২ মিলি গুলে স্প্রে করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত নিম্নলিখিত আখের রোগ গুলি দেখা যায় :

১.	ছত্রাক জনিত রোগ	লাল ডোরা ধসা, ঢলে পড়া, ছিপটি ভুষা, আনারসী রোগ
২.	ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ	পাতায় লাল ডোরা দাগ
৩.	ভাইরাস জনিত রোগ	পাতা হলদে, মোজাইক রোগ
৪.	ফাইটোপ্লাজমা ঘটিত রোগ	ঘেসো রোগ
৫.	পরগাছা	এইজেনিশায়া

সুসংহত উপায়ে আখের রোগের প্রতিকার : সাধারনভাবে ওষুধের সাহায্যে আখের রোগ দমন হয় না। সুসংহত উপায়ে এগুলি দমন করতে হয়।

১) রোগমুক্ত জমি বাছাই করতে হবে,

২) রোগমুক্ত, সুস্থ সতেজ বীজআখ লাগাতে হবে,

৩) রোগ সহনশীল জাত নির্বাচন,

৪) পরিচ্ছন্ন চাষ করতে হবে। গভীর চাষ করে মাটি উল্টিয়ে দিতে হবে।

৫) রোগযুক্ত আখ তুলে পুড়িয়ে ফেলা,

৬) রোগযুক্ত জমিতে মুড়ি আখ না রাখা,

৭) যে জমিতে একবার লাল ডোরা ধসা দেখা গেছে, সে জমিতে ২-৩ বছর আখের চাষ না করা।

৮) সঠিক ভাবে বীজ শোধন করতে হবে। ট্রাকোডারমা ভিরিডি দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

৯) সঠিক শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।

১০) রোগাক্রান্ত জমির সেচের জল নিয়ন্ত্রন করা।
১১) ঘেসো রোগে আক্রান্ত ঝাড় দেখা মাত্র তুলে নষ্ট করতে হবে।

সাথী ফসল চাষ : -হমন্তকালীন আ-খর সা-থ আলু, সর-ষ, গম, তিসি, মটর, মুসুরী, -ছালা, রসুন, ধ-ন, কা-লাজি-র বাঁধাকপি, -মৗরি, প্রভৃতি এবং বসন্তকালীন আ-খর সা-থ মুগ, বরবটি, কলাই, সয়াবিন, তিল, বাদাম, ও নানা ধর-নর সবজি চাষ (লঙ্কা, বেগুন, ভেন্ডি, লাউ ইত্যাদি) করা বেশ লাভজনক। এছাড়াও ধইঞ্চা সবুজ সার হিসা-ব চাষ করা -য-ত পা-র।

মুড়ি আখ চাষ : প্রথম বছর বা দ্বিতীয় বছর আখ কাটার পর ঐ জমি-ত পুনরায় -য আখ -বর হয় তা-ক মুড়ি আখ ব-ল। মুড়ি আখ চা-ষ খরচ ২৫-৩০% কম কারন বীজ ও চাষের খরচ নেই। উপযুক্ত যত্ন নি-ল মুড়ি আ-খর ফলন ভাল পাওয়া যায়, আ-গ পা-ক ও চিনির ভাগ -বশি হয়। এর সা-থ সাথী ফসলও চাষ করা যায়। মাটির নী-চ ১ ইন্চি গভী-র আখ কাট-ত হ-ব। আখ কাটার পর জমি-ত প-ড় থাকা শুক-না পাতা পুড়ি-য় ফেলতে হবে। এরপর লাঙ্গল দিয়ে বা কোদালের সহায্যে ভেলি ভেঙ্গে সমান করতে হবে। এর পর সুপারিশম-তা জৈব এবং অজৈব সার দি-ত হ-ব ও জল দি-য় জমি ভিজি-য় দি-ত হ-ব।

আখ কাটার উপযুক্ত সময় : স্বল্প-ময়াদী আখ ১০ মা-স ও মাঝারী -ময়াদী আখ ১২ মা-স পা-ক। মুড়ি আখ সাধারনত এর ১ মাস আ-গ পা-ক। কা-স্ত দি-য় আঘাত কর-ল ধাতব আওয়াজ হয়, সামান্য চা-প গাঁট মট ক-র -ভ-ঙ যায় বা রসে চিনির পরিমান মেপে আখের পরিপক্কতা জানা যায় (ব্রিক্স শতকরা ২০ উপর থাকলে কাটার উপযুক্ত সময়)। রিফ্রাক্টোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে আখের রসের শতকরা ব্রিক্স এর পরিমান জানা যায়। আখের পাতা ছাড়ানোর পর আখগুলো ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই মাড়াই করা উচিৎ।

বিঘা প্রতি আ-খর ফলন : ভালভা-ব চাষ কর-ল এক বিঘা জমি -থ-ক ১৫ টন আখ পাওয়া -য-ত পা-র। তাই আখ চাষ য-থষ্ট লাভজনক।

বিঘা প্রতি আখ চা-ষর আয় ব্য-য়র হিসাব : এক বিঘা আখ চাষ কর-ত ৬.৫ - ৭ হাজার টাকা খরচ হয়। সব খরচ বাদ দি-য় বিঘা প্রতি ৮ - ১০ হাজার টাকা লাভ থাকে। সঙ্গে সাথী ফসল থাকলে আরও ১.৫ - ২.০ হাজার -বশী লাভ হয়।

উন্নত জা-তর আ-খর বী-জর প্রাপ্তিস্থান : উন্নত জা-তর আ-খর বীজ সংগ্রহ কর-ত হ-ল অর্থকরী উদ্ভিদবিদ, ইক্ষু গ-বষণা -কন্দ্র, -বথুয়াডহরী, নদীয়া এর সা-থ -যাগা-যাগ কর-ত হ-ব। -ফান নং ০৩৪৭৪ - ২৫৫৩৫৩